সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় বাজেটের ২০% কৃষির জন্য বরাদ্দের দাবি ১৪টি কৃষক সংগঠনের
কৃষিতে ভর্তুকি কমানো হলে সেটা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হবে আত্মঘাতি

ঢাকা, ২১ মে ২০১৭। আজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে আসন্ন বাজেটের ২০% কৃষির জন্য বরাদ্দ রাখার দাবি জানিয়েছে ১৪টি কৃষক সংগঠন। তারা বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আইএমএফ বা এ ধরনের গোষ্ঠীর চাপে কৃষি ভর্তুকি কমানো হলে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার স্বপ্ন হুমকির মুখে পড়বে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন থেকে ৭টি সুনির্দিষ্ট দাবি আসন্ন বাজেটে বিবেচনার জন্য তুলে ধরা হয়, দাবিগুলো হলো: ১. বাজেটের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে, ২. বাজেটে কৃষির জন্য ভর্তুকি বাড়াতে হবে, ভুর্তুকির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, ৩. কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে মূল্য কমিশন গঠন করতে হবে, ৪. ক্ষতিকর বিদেশি বীজ আমদানি বন্ধ, বিটি বেগুন, গোল্ডেন রাইসসহ বিতর্কিত জিএমও কৃষি প্রবর্তন বন্ধ করতে হবে। বীজ সার্বভৌমত্ব অর্জনে বিএডিসিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে , ৫. পাটের সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে, ৬. কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ৭. কৃষক বাঁচাতে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক মোস্তফা কামাল আকন্দের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত "জাতীয় বাজেটের ২০% কৃষির জন্য বরাদ্দ চাই: কৃষিতে ভর্তুকি কমানো হলে সেটা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হবে আত্মঘাতি" শীর্ষক সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন, ইক্যুইটিবিডি'র সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আমিনুল হক, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি বদরুল আলম, কেন্দ্রীয় কৃষক মৈত্রীর সভাপতি সাজেদা বেগম এবং বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই) এর সভাপতি জায়েদ ইকবাল খান। আয়োজকদের পক্ষ থেকে অবস্থানপত্র উপস্থাপন করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক মো. মজিবুল হক মনির।

মো. মজিবুল হক মনির বলেন, দেশের প্রায় ৫০ ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করে, মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৪৫ ভাগ নিয়োজিত এই খাতে। কিন্তু কৃষির প্রবৃদ্ধির হার নিয়মিতভাবেই নিম্নমুখী। ২০১০ সালে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫%, ২০১৬ সালে এসে সেটা দাঁড়িয়েছে ২.৬%। নানা কারণে অকৃষি খাতে কৃষি জমির ব্যবহার বাড়ায় প্রতি বছর ১% হারে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে, দ্রুত নগরায়ন ইত্যাদি নানা কারণে খাদ্য নিরাপত্তা ভীষণ হুমকির মুখে পড়বে। এই অবস্থা মোকাবেলায় কৃষির জন্য বরাদ্দ যেখানে বাড়ানোর দরকার, সেখানে প্রায় প্রতিবছর আনুপাতিক হারে কৃষির জন্য বরাদ্দ কমছে। বাজেটের আকার যে হারে বাড়ছে, সেই হারে বাড়ছে না কৃষির জন্য বরাদ্দ। ২০১৬-১৭ সালের বাজেটের আকার ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের তুলনায় বাড়ে প্রায় ২৯%, অথচ কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয় মাত্র ১৮.৫৪%। এর আগের অর্থবছরে কৃষিখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৪.২১%, অথচ বর্তমান অর্থ বছরের জন্য এখাতে বরাদ্দ মাত্র ৪.০১%। মোট বাজেটের আকার বাড়লেও কৃষির জন্য বরাদ্দ কমে গেছে ০.১৯%।

সৈয়দ আমিনুল হক বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের ভর্তুকি বন্ধ করতে হবে। উদ্বৃত্ত উৎপাদন না হলেও বাংলাদেশের চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত ভয়ংকর ভুল। কারণ চালকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে বিবেচনা করলে সরকারকে ধান চাষের ক্ষেত্রে সকল ভর্তুকি বা সহায়তা বন্ধ করে দিতে হবে।

বদরুল আলম বলেন, গত বেশ কয়েক বছর ধরেই কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। প্রান্তিক কৃষকের কষ্টের সুফল ভোগ করছে কতিপয় মধ্যস্বত্বভোগী। কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে আমরা আলাদা ন্যায্য মুল্য কমিশন চাই। কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান চাল সংগ্রহের সময়ও পরিবর্তন করতে হবে।

জায়েদ ইকবাল খান বলেন, আমাদের কৃষিকে বাঁচাতে হলে কৃষি জমি বাঁচাতে হবে। প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মানুষ নদী ভাঙ্গনের কারণে সর্বস্ব হারাচ্ছে। নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।

সাজেদা বেগম বলেন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। জলবায়ু পরিবর্তন প্রভা মোকাবেলায় কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রতিবেদন তৈরি

মো. মজিবুল হক মনির, মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮, মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১